



141092 - স্বামী তার স্ত্রীর ওপর শর্তারোপ করছিলেন যে, স্বামীর একজন আত্মীয়কে স্ত্রীর সাথে একই বাসায় থাকতে দিতে হবে। এখন এই আত্মীয়া স্ত্রীকে নানাভাবে কষ্ট দিচ্ছেন। এমতাবস্থায় স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর ওপর আরোপকৃত শর্ত কবিতালি হবে?

প্রশ্ন

আমি একজন নারী। বছর খানকে আগে আমার বয়সে হয়েছে। বয়সে পূর্বে আমার স্বামী আমার ওপর শর্তারোপ করছিলেন যে, তাঁর মায়ের খালার ময়েকে আমাদের বাসায় থাকতে দিতে হবে; যহেতু তিনি একজন বয়স্ক মহিলা। স্বামীর এ শর্তে আমি রাজী হয়েছিলাম। বয়সে পর আমি জানতে পারলাম যে, এ বাড়ীর অর্ধকে আসবাবপত্র এই মহিলার। বাসার কোন একটি আসবাবপত্র আমি ধরতে পারিনি, ছুঁতে পারিনি। শুধু তাই নয়- তিনি আমাকে, আমার পরিবারকে গালগিলাজ করেন। আমার স্বামী এর কোন প্রতিবাদ করে না। ভদ্রমহিলা বলেন: আমার পতি নাকি জিরজ সন্তান! আমার মধ্যে নাকি আদব কায়দা কম! কারণ- আমার স্বামী ঘররে বাইরে যাওয়ার সময় আমিতার সাথে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যাই। এ বিষয়গুলো আমি আমার পরিবারকে অবহতি করলে তারা এসে আমাকে নিয়ে যায়। বর্ণিত অবস্থার প্রক্ষেপিতে আমি কি আমার স্বামীর নিকট আলাদা বাসস্থান দাবী করতে পারি? এই ভদ্রমহিলা আমাদের সাথে বসবাস করার শরয়ি বিধান কি?

প্রশ্ন উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

নজিরে স্ত্রীকে ইসলামি শরয়িত নির্ধারণিত বৈশিষ্ট্যসম্বলতি একটি বাসস্থান প্রদান করা স্বামীর অপরিহার্য কর্তব্য। যে বাসস্থানে মধ্যে স্ত্রীর জীবন ধারণের জন্য অতি জরুরী সুবিধাগুলো থাকবে। এই আবাসস্থলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হচ্ছে- স্ত্রীর সাথে একই ঘরে স্বামীর পরিবারের কোন সদস্যকে না রাখা। এই বিষয়ে বিস্তারিত দেখুন [7653](#) নং প্রশ্নের জবাবে।

দুই:

কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীর ওপর শর্তারোপ করে থাকে যে, স্ত্রীর সাথে স্বামীর পরিবারের কোন সদস্যকে থাকতে দিতে হবে এবং স্ত্রী যদি এই শর্তে রাজী হয়ে থাকে, তাহলে স্ত্রী তার স্বামীর পক্ষ থেকে আলাদা বাসা পাওয়ার অধিকার হতে



বঞ্চিত হবে। আরোপকৃত শর্তটি মনে যাওয়া স্ত্রীর ওপর শরিোধার্য হয়ে যাবে, স্ত্রীকে শর্তটি পূরণ করতে হবে।

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: শর্ত বিষয়ক অধ্যায়ে মূলনীতি হলো- যেকোন শর্ত আরোপ করা জায়গে এবং শুদ্ধ। সটে বিয়ের ক্ষেত্রে হোক, বচোকনের ক্ষেত্রে হোক, ভাড়ার ক্ষেত্রে হোক, বন্ধকের ক্ষেত্রে হোক, অথবা ওয়াকফরে ক্ষেত্রে হোক। যেকোন প্রকার চুক্তির শর্তেরে বধিান হলো- শর্ত শুদ্ধ হল সটে পূরণ করা ওয়াজবি (অপরহির্য়)। সটে বিয়েরে চুক্তি হোক অথবা অন্য কোন চুক্তি হোক। যহেতু চুক্তি সংক্রান্ত আল্লাহর বাণীটির বধিান সাধারণ- "হে ঈমানদারগণ, তোমরা তোমাদেরে চুক্তিরি প্রতশিরুতি পূরণ কর।"[সূরা মায়দো, আয়াত- ১]। আর চুক্তি পূরণ করা মানে চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত শর্ত ও বশেষিট্য়সহ তা পূরণ করা। যহেতু চুক্তিরি শর্তও চুক্তি হিসেবে গণ্য। [আল-শারহুল মুমত'ি আলা যাদলি মুসতানক'ি, পৃষ্ঠা- ১২/১৬৪]

পূর্বকোক্ত আলোচনার পরপ্রিক্ষেতি বলা যায়- আপনার জন্য স্বামীর আরোপকৃত শর্ত পূরণ করা এবং আপনার স্বামীর মায়েরে খালার ময়েকে আপনার সাথে থাকতে দিয়ে সন্তুষ্ট থাকা অনবির্য়। যহেতু আপনি বিয়েরে পূর্বহে এ শর্ত সন্তুষ্টচিত্তে মনে নয়িছেন।

তনি:

নমিনকোক্ত কিছু অবস্থার পরপ্রিক্ষেতি আরোপকৃত এ শর্তটি বাতলি হতে পারে:

১. যদি শর্ত আরোপকারী অর্থাৎ আপনার স্বামী শর্তটি বাতলি করে দনে। তনি যদি শর্তটি বাতলি করেনে তাহলে যনে তনি শর্তটি আরোপই করেননি। শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন: ইসলামী শরয়িত যে শর্তগুলো আরোপ করছে সে শর্তগুলো রহতি করার অধিকার কেউই রাখনে না। আর কোন ব্যক্তি নজি যে শর্তগুলো আরোপ করেনে তনি সে শর্তগুলো রহতি করার অধিকার রাখনে। [আল-শারহুল মুমত'ি আলা যাদলি মুসতানক'ি, পৃষ্ঠা- ৫/২৫]

২. আপনি যাকে আপনার সাথে একত্রে বসবাস করতে দতিে সম্মত হয়ছেন আপনি তার দ্বারা যদি ক্ষতগ্রিস্ত হওয়া সাব্যস্ত হয়। যমেন- অপ্ৰাপ্ত বয়স্ক আত্মীয় প্ৰাপ্তবয়স্ক হয়ে গেলে অথবা দুশ্চরতিরবান কোন ব্যক্তি যি আপনার গোপন বিষয় খুঁজে বড়ায় অথবা এমন কোন ব্যক্তি যি গালগিলাজ করে, হয়ে প্রতপিন্ন করে, শারীরকিভাবে অথবা মানসকিভাবে আপনাকে কষ্ট দিয়ে।

যহেতু আপনার স্বামী তার শর্তটি রহতি করেনে সুতরাং আপনার সামনে শুধু দ্বিতীয় পথটিই খোলা আছে। তবে আপনার অভিযোগটি সাক্ষ্য-প্রমাণেরে মাধ্যমে সাব্যস্ত করতে হবে। যদি সাব্যস্ত করা যায় তাহলে আপনি এই মহলিককে আপনাদেরে ঘর থেকে বের করে দতিে পারবেনে অথবা আপনি অন্য কোন ঘরে আলাদাভাবে থাকতে পারবেনে।

কুয়তে থেকে প্রকাশতি "আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া (ফকিহী বশিবকোষ)" তে এসছে- স্ত্রীর সাথে একই ঘরে পতিমাতা



(বা অন্য কোন আত্মীয়) কে বসবাস করতে দেয়া জায়গে নয়। তাই স্বামীর কোন আত্মীয়ের সাথে একত্রে বসবাস করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করার অধিকার স্ত্রীর রয়েছে। আলাদা বাসাতে থাকলে স্ত্রী তার ইজ্জত, সম্পদ ও অন্যান্য অধিকার উপভোগ করার পূর্ণ নশ্চয়তা পতে পারে। সুতরাং এ অধিকার পরিত্যাগে তাকে বাধ্য করার সাধ্য কারো নই। এটি হানারফি, শাফয়েি, হাম্বলি মাযহাবসহ জমহুর ফকিহবদিগণের অভিমত।

আর স্বামী যদি স্ত্রীর ওপর এ শর্তারোপ করে থাকে যে, স্ত্রীকে স্বামীর পতিমাতার সাথে বসবাস করতে হবে এবং স্ত্রী এ শর্ত গ্রহণ করে তাদের সাথে বসবাস করা শুরু করে; কিন্তু পরবর্তীতে আলাদা বাসা দাবী করে তাহলে মালকে মাযহাব মতে স্ত্রী আলাদা বাসা পাবে না। তবে এক অবস্থায় স্ত্রী আলাদা বাসা পতে পারলে যদি তিনি সাব্যস্ত করতে পারলে যে, তাদের সাথে একত্রে বসবাস করে তিনি ক্ষতগ্রিস্ত হচ্ছনে।

এতক্ষণ যা আলোচতি হয়েছে তা মূল মাসয়ালার বর্ণনা ও আপনার মত পরিস্থিতির-শিকার ব্যক্তির ক্ষত্রে কিকরণীয় তার উল্লেখমাত্র। কিন্তু আপনারদরে মাঝে যে সমস্যা সটো শুধু তাত্ত্বিকি বক্তব্য দিয়ে সমাধান করা সম্ভব নয়। বরঞ্চ এ সমস্যার নরিসনকল্পে দুই পক্ষের আন্তরিকি প্রচেষ্টা একান্ত প্রয়োজন। আপনার স্বামী যদি আপনার ও তার আত্মীয়ের মাঝে সৃষ্ট সংকট নরিসনে অপারগ হন এবং স্বাভাবিকি দাম্পত্য জীবন যাপনের পরিশে নশ্চতি করতে না-পারলে সতে ক্ষত্রে আপনার জন্য ও তার আত্মীয়ের জন্য আলাদা আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা করা তার ওপর ওয়াজবি। তিনি যদি তা না-করলে তাহলে আপনাদের মাঝে সৃষ্ট সমস্যা নরিসনের জন্য কোন মধ্যস্থতাকারীর শরণাপন্ন হন। যে মধ্যস্থতাকারী আপনার স্বামীকে নিজের ঘর সংরক্ষণে ব্যাপারে তার চতেনা ফরিতাে পারবে এবং এ কথা বুঝাতে পারবে যে, আপনার স্বামী আপনার জন্য অথবা তার আত্মীয়ের জন্য কাছাকাছি স্থানে আলাদা একটা বাসা ভাড়া নতিে পারলে। যাতে আপনার স্বামী তার বৃদ্ধ আত্মীয়ের দেখোশুনা করতে পারলে এবং তার ঘর ও পরিবারের হকও আদায় করতে পারলে। যদি আপনার স্বামী এতে সম্মতি না হন, তাহলে আপনি আদালতেরে বচির প্রার্থী হতে পারলে। এটাই সমস্যা নরিসনের শেষে সমাধান।

আমরা দেয়া করছি আল্লাহ আপনাদের উভয় পক্ষের মাঝে সমঝোতা করে দনি এবং আপনাদের উভয় পক্ষকে সুমতি দনি। আল্লাহই ভাল জানেন।